দৈনিক ইত্তেফাক 22

তারিখ 23-MAR 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

দেশে শিক্ষার হাল-হকিকত

গত বৃহস্পতিবারের ইত্তেফাকের তৃতীয় পাতায় দুইটি পৃথক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। "বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে নাই ঃ অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন' শীর্ষক প্রথম সংবাদে বলা হইয়াছে, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা, রাজবাড়ী, সাতক্ষীরা, রাঙ্গামাটিতে শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এখনো না পৌঁছানোর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কার্যতঃ অচলাবস্থায় পৌঁছাইয়াছে। বইয়ের সরবরাহ যাহা ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অপ্রতুল। অপ্রতুল বই-পুস্তকের মধ্যে কিছু আবার একেবারেই অব্যবহারযোগ্য পুরাতন। কোথাও কোথাও অপ্রতুল বই লটারীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে। অন্যদিকে 'সমস্যার আবর্তে সরকারী ও বেসরকারী স্কুল-কলেজ' শীর্ষক দ্বিতীয় সংবাদে বলা হইয়াছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। অনেক স্কুলভবন দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কারবিহীন থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়া ক্লাস করিতে হয়। অন্যদিকে বহুকাল শিক্ষকতা করিয়াও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকার ঘোষিত বেতন পাইতেছেন না। সংবাদটিতে চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলার সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের দুরবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

বস্তুতঃ উক্ত দুইটি সংবাদ হইতে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া না গেলেও অবস্থা যে কত খারাপ তাহা আন্দাজ করা যায়। আলোচ্য সংবাদ দুইটির মত সংবাদ সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়শঃই শোভা পাইতে দেখা যায়। সম্প্রতিকালে সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত এই ধরনের সংবাদের কয়েকটি শিরোনাম হইতেছে ঃ 'সংস্কারবিহীন বিদ্যালয় ভবন। ঝুঁকি নিয়া ক্লাস করিতে হয়'; 'দক্ষিণাঞ্চলে ৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পুস্তক সংকট'; '৩টি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার করুণ অবস্থা'; 'শিক্ষক স্বল্পতা ও আসবাবপত্র সংকটের কারণে নবীগঞ্জ থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত' ইত্যাদি।

আমাদের দেশে বাজেটে শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা-শিক্ষা করিয়া প্রাণপাত করা হয়, অথচ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি ও সমস্যাসমূহ দূর করার তেমন কার্যকর চেষ্টা বা পরিচালনা চোখে পড়ে না। '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'—এই শ্লোগান সকল সময় উচ্চারণ করা হয়, অথচ পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের হাল-হকিকত নিয়া যেন কাহারো মাথা ব্যথা নাই। দেশে এমনিতেই পর্যাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, যেইগুলি আছে সেইগুলির বেশীর ভাগ আবার আসবাবপত্র সমস্যা, শিক্ষক সমস্যা, বই-পুস্তক সমস্যা ইত্যাদিতে জর্জরিত। প্রাথমিক শ্রেণীর বিনামূল্যের বই নিয়া ফিবছর চলে সীমাহীন দুর্নীতি। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই না পৌঁছাইলেও বাজারে 'বিনামূল্যের' বই পাওয়া যাইতে দেখা যায়। এইদিকে চলতি বছর ৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নিয়াও গোল বাধিয়াছে। শিক্ষা বছরের তিন মাস শেষ হইতে চলিয়াছে, অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের (৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর) হাতে বই না।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এই তত্ত্বে সত্যিকার অর্থেই যদি আমরা বিশ্বাসী হই তবে আমাদের উচিত এই 'মেরুদণ্ডে'র সকল সমস্যা দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো। বাজেটে শিক্ষা খাতে খাতা-কলমে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা আর '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগান বার বার উচ্চারণ করা যে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নহে তাহা বোধকরি সবাই উপলব্ধি করিতে পারেন।